সংবাদ

তারিখ 9 FEB 2012
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন বিভ্রাট

ঢাকা-দিনাজপুর ও বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ১৮ কেন্দ্রে অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি

রাকিব উদ্দিন

এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন প্রশ্ন বিভ্রাটের ঘটনায় কেন্দ্র সচিব ও কক্ষ পরিদর্শককে দায়ী করে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে শিক্ষা বোর্ডগুলো। তবে প্রশ্ন বিতরণের ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডের গাফিলতির বিষয়টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

ঢাকা, দিনাজপুর ও বরিশাল বোর্ডের তদন্তে ১৮টি কেন্দ্রে ভুল প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বাকি বোর্ডগুলো দাবি করেছে তাদের অধীনে কোন কেন্দ্রে এমন ঘটনা ঘটেনি। প্রশ্ন বিভ্রাটের ঘটনায় ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ১৯ কেন্দ্র সচিব ও ৮৫ জন কক্ষ প্রত্যাবেককে (কক্ষ পরিদর্শক) অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

ঢাকা বোর্ডের ১৯ কেন্দ্র সচিব ও ৮৫ পরিদর্শককে অব্যাহতি

অভিযুক্ত তিন শিক্ষা বোর্ডই দাবি করেছে প্রশ্ন বিভ্রাটের ঘটনায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়। কেন্দ্র সচিব এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের গাফিলতির জন্যই প্রশ্ন বিতরণে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন গতকাল পৃথকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছেন শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা। এদিকে ঢালাওভাবে শিক্ষকদের দায়ী করে প্রতিবেদন দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে শিক্ষকরা বলেছেন, শিক্ষা বোর্ডগুলো নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করে কেবল শিক্ষকদের ওপর অপকর্মের দায় চাপিয়েছে। তারা বোর্ডের ব্যর্থতার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

প্রশ্ন বিভ্রাটের ঘটনায় শিক্ষা বোর্ডের ব্যর্থতা কতিয়ে দেখা হবে কী না সে বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) এএস মাহমুদ গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, আমরা এ ধরনের ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি দেখতে চাই না। তবে অধিকতর তদন্তের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

তদন্ত কর্মকর্তারা জানান, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে সবচেয়ে বেশি ১১টি কেন্দ্রে প্রশ্ন বিতরণে তদন্ত : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

তদন্ত : কমিটি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে দুটি কেন্দ্রে প্রথমেই ঘটনা ধরা পড়ায় সঠিক প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। এছাড়া দিনাজপুরের চারটি এবং বরিশাল বোর্ডের তিনটি কেন্দ্রে ভুল প্রশ্ন সরবরাহের প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। আর এ ব্যর্থতার জন্য দুটি শিক্ষা বোর্ডের ৭ কেন্দ্র সচিবকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-সচিব (তদন্ত কমিটির সদস্য) এসএম কামাল উদ্দিন হায়দার গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, প্রশ্ন বিভ্রাটের ঘটনায় শিক্ষা বোর্ড দায়ী নয়। কেন্দ্র সচিবসহ দায়ীত্বরত শিক্ষকদের গাফিলতির জন্যই এ ঘটনা ঘটেছে।

তবে শিক্ষক নেতারা বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রীর সুনাম ক্ষুণ্ন করতে এবং সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা বিএনপি-জামায়াতপন্থি কর্মকর্তারা পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটিয়েছেন। কোন লিখিনির্দেশনা ছাড়া তারা দেশব্যাপী প্রশ্নপত্র বিলি করেছেন।

প্রসঙ্গত, এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনই রাজধানীসহ সারাদেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রে নতুন ও পুরাতন সিলেবাসের প্রশ্নপত্র বিভ্রাটে পড়ে নাকাল হয়েছে শতশত পরীক্ষার্থী। নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করা হয় পুরাতন সিলেবাসের প্রশ্ন আর অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের দেয়া হয় নতুন সিলেবাসের প্রশ্ন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা জানান, আজ ঢাকা বোর্ডে সব চেয়ারম্যানদের আন্তঃবোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হবে। এ সভায় মূল এজেন্ডা হলো প্রশ্নপত্র জটিলতার বিষয়।

চলমান এসএসসির গতকাল ছিল ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষা। ফরম পূরণ করেও গতকাল কেন্দ্রে অনুপস্থিত ছিল ৪ হাজার ৬৬৮ জন। বহিষ্কার হয়েছে ১২৯ জন ছাত্রছাত্রী ও তিন জন পরিদর্শক। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ৪৭, কুমিল্লায় ১৫, যশোরে ৪, রাজশাহীতে ৪, চট্টগ্রামে ৮, সিলেটে ১, বরিশালে ১০, দিনাজপুরে ছয়, মাদ্রাসায় ১২ এবং কারিগরি বোর্ডের ২২ জন।